অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র ও বিদূরথকে বধ করলেন, বৃন্দাবনে গমন করলেন এবং তারপর দ্বারকায় ফিরে এলেন। কিভাবে শ্রীবলরাম অপমানজনক রোমহর্ষণ সূতকে বধ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

তার বন্ধু শাল্বের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দন্তবক্র গদা হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ গদা ধারণ করে তার সামনে এলেন। দন্তবক্র তখন কটু বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানকে অপমান করল এবং তাঁর মস্তকে এক প্রচণ্ড আঘাত করল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রের বক্ষে গদাঘাত করে তার বক্ষ চূর্ণ করলেন। বিদূরথ নামে দন্তবক্রের এক ভাই দন্তবক্রের মৃত্যুতে শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। তার তরবারি গ্রহণ করে বিদূরথ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হলে শ্রীভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরপর দু'মাসের জন্য বৃন্দাবন পরিদর্শনে গিয়ে অবশেষে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

যখন ভগবান বলদেব শুনলেন যে, পাণ্ডব ও কৌরবেরা যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে তখন এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার জন্য তীর্থযাত্রার অছিলায় তিনি দ্বারকা ত্যাগ করলেন। শ্রীভগবান প্রভাস, ত্রিটকূপ ও বিশাল রূপ পবিত্র স্থানগুলিতে স্নান করলেন এবং ঘটনাক্রমে পবিত্র নৈমিষারণ্যে গেলেন যেখানে মহান ঋষিগণ এক বিস্তৃত যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন। সমবেত ঋষিগণ দ্বারা পূজিত ও সম্মানের আসন নিবেদিত হয়ে শ্রীভগবান লক্ষ্য করলেন যে, রোমহর্ষণ সূত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় দণ্ডায়মান না হয়ে বক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকল। তার এই অপরাধের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কুশাগ্র স্পর্শের দ্বারা শ্রীবলরাম রোমহর্ষণকে হত্যা করলেন।

ভগবান বলদেব যা করেছিলেন তার জন্য সমবেত ঋষিগণ দুঃখিত হয়ে তাঁকে বললেন—"আপনি না জেনে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন, তাই যদিও আপনি বৈদিক বিধির ঊর্ধ্বে, তবু আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে, লোক শিক্ষার জন্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।" তখন শ্রীবলদেব 'আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে' এই বৈদিক বিধি অনুযায়ী রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাকে *পুরাণ* বক্তার পদ অনুমোদন করে এবং ঋষিগণের ইচ্ছানুসারে তিনি উগ্রশ্রবার দীর্ঘজীবন সহ সার্থক ইন্দ্রিয় পটুতা প্রদান করলেন।

ঋষিগণের জন্য আরও কিছু করতে চেয়ে শ্রীবলদেব সেই যজ্ঞক্ষেত্রকে অপবিত্রকারী বল্বল নামক এক দানবকে হত্যার সংকল্প করলেন। অবশেষে, ঋষিগণের পরামর্শে তিনি বৎসর ব্যাপী ভারতের পবিত্র তীর্থ স্থানগুলি পরিভ্রমণে সম্মত হলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

শিশুপালস্য শাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্মতিঃ ।
পরলোকগতানাং চ কুর্বন্ পারোক্ষ্যসৌহৃদম্ ॥ ১ ॥
একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন্ ।
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **শিশুপালস্য**—শিশুপালের জন্য; **শাল্বস্য**—শাল্ব; **পৌণ্ড্রকস্য**—পৌণ্ড্রক; **অপি**—ও; **দুর্মতিঃ**—দুর্মতি (দন্তবক্র); **পরলোক**—পরলোকে; **গতানাম্**—গমন করলে; **চ**—এবং; **কুর্বন্**—করে; **পরোক্ষ্য**—যারা গত হয়েছে তাদের জন্য; **সৌহৃদম্**—বান্ধবোচিত কর্ম; **একঃ**—একা; **পদাতিঃ**—পদব্রজে; **সংক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **গদা**—একটি গদা; **পাণিঃ**—তার হাতে; **প্রকম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **পদ্ভ্যাম্**—তার পাদদ্বয় দ্বারা; **ইমাম্**—এই (পৃথিবী); **মহারাজ**—হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ); **মহা**—মহা; **সত্ত্বঃ**—যার দৈহিক ক্ষমতা; **ব্যদৃশ্যত**—দৃষ্ট হয়েছিল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের জন্য বান্ধবোচিত আচরণ পূর্বক দুর্মতি দন্তবক্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। সম্পূর্ণরূপে একা, পদব্রজে এবং তার হাতে একটি গদা ধারণ করে সেই বলশালী যোদ্ধা তার পদক্ষেপ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল।

শ্লোক ৩

তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সত্বরঃ ।
অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধুং বেলেব প্রত্যধাৎ ॥ ৩ ॥

তম্—তাকে; **তথা**—এইভাবে; **আয়ান্তম্**—অগ্রসরমান; **আলোক্য**—দর্শন করে; **গদাম্**—তাঁর গদা; **আদায়**—গ্রহণ করে; **সত্বরঃ**—সত্বর; **অবপ্লুত্য**—লাফ দিয়ে;

রথাৎ—তাঁর রথ থেকে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সিন্ধুম্**—সমুদ্র; **বেলা**—তীর; **ইব**—যেমন; **প্রত্যধাৎ**—প্রতিহত করে।

অনুবাদ

দন্তবক্রকে সমাগত দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সত্বর তাঁর গদা তুলে নিয়ে তাঁর রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সমুদ্রতট যেভাবে সমুদ্রকে বাধা প্রদান করে সেভাবে তাঁর অগ্রসরমান প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, 'মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেমন বেলাভূমিতে প্রতিহত হয়, ঠিক সেইরকম কৃষ্ণ দন্তবক্রের সম্মুখে উপস্থিত হলে, দন্তবক্রের বীরদর্প গতিও অবরুদ্ধ হল।"

শ্লোক ৪

গদামুদ্যম্য কারূষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্মদঃ ।
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভবানদ্য মম দৃষ্টিপথং গতঃ ॥ ৪ ॥

গদাম্—তার গদা; **উদ্যম্য**—ধারণ করে; **কারূষঃ**—করূষ রাজ (দন্তবক্র); **মুকুন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রাহ**—বলল; **দুর্মদঃ**—মূর্খের দম্ভ দ্বারা মত্ত; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **ভবান্**—তুমি; **অদ্য**—আজকে; **মম**—আমার; **দৃষ্টি**—দৃষ্টির; **পথম্**—পথে; **গতঃ**—আগমন করেছ।

অনুবাদ

তার গদা উত্থিত করে করূষের সেই বেপরোয়া রাজা ভগবান মুকুন্দকে বলল, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!—আজ তুমি আমার সামনে এসেছ।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, তিন জন্ম অপেক্ষা করার পর বৈকুণ্ঠের এক প্রাক্তন দ্বাররক্ষী এখন চিন্ময় জগতে ফিরে যেতে পারবে। তাই এই বক্তব্যটির পারমার্থিক অর্থ হচ্ছে—"কি সৌভাগ্য! আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আজ আমি আমার চিন্ময় জগতের প্রকৃত স্বরূপে ফিরে যেতে পারব!"

পরবর্তী শ্লোকে দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে *মাতুলেয়* অর্থাৎ মামাতো ভাই বলে সম্বোধন করবে। দন্তবক্রের মা শ্রুতশ্রবা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী।

শ্লোক ৫

ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ মিত্রধ্রুঙ্ মাং জিঘাংসসি ।
অতস্ত্বাং গদয়া মন্দ হনিষ্যে বজ্রকল্পয়া ॥ ৫ ॥

ত্বম্—তুমি; **মাতুলেয়ঃ**—মামাতো ভাই; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **মিত্র**—আমার বন্ধুদের; **ধ্রুক্**—ঘাতক; **মাম্**—আমাকে; **জিঘাংসসি**—তুমি হত্যা করতে ইচ্ছা কর; **অতঃ**—সুতরাং; **ত্বাম্**—তোমাকে; **গদয়া**—আমার গদা দ্বারা; **মন্দ**—রে মূর্খ; **হনিষ্যে**—আমি হত্যা করব; **বজ্র-কল্পয়া**—বজ্রের মতো।

অনুবাদ

"কৃষ্ণ, তুমি আমার মামাতো ভাই, কিন্তু তুমি আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করেছিলে এবং এখন তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও। অতএব, রে মূর্খ, আমার বজ্রতুল্য গদা দ্বারা আমি তোমাকে বধ করব।"

তাৎপর্য

আচার্যগণ এই শ্লোকের তৃতীয় পংক্তির *অর্থাৎ অতস্ত্বাং গদয়া মন্দ* কথাটির বিকল্প ব্যাকরণগত বিভক্তি এইভাবে প্রদান করেছেন, যেখানে দন্তবক্র বলছে "হে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আপনি *অমন্দ* (মূর্খ নন), আর তাই আপনার শক্তিশালী গদা দ্বারা আপনি এখন আমাকে ভগবদ্ধামে আমার আলয়ে ফেরৎ পাঠাবেন।" এটাই এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ।

শ্লোক ৬

তর্হ্যানৃণ্যমুপৈম্যজ্ঞ মিত্রাণাং মিত্রবৎসলঃ ।
বন্ধুরূপমরিং হত্বা ব্যাধিং দেহচরং যথা ॥ ৬ ॥

তর্হি—অতঃপর; **আনৃণ্যম্**—ঋণশোধ; **উপৈমি**—আমি অর্জন করব; **অজ্ঞ**—হে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন; **মিত্রাণাম্**—আমার বন্ধুদের প্রতি; **মিত্র-বৎসলঃ**—যে আমি আমার বন্ধুদের প্রতি স্নেহপ্রবণ; **বন্ধু**—পরিবারে এক সদস্যের; **রূপম্**—রূপে; **অরিম্**—শত্রু; **হত্বা**—বধ করে; **ব্যাধিম্**—এক ব্যাধি; **দেহ-চরম্**—দেহের; **যথা**—ন্যায়।

অনুবাদ

"হে অজ্ঞ, অতঃপর বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, আমার দেহের এক ব্যাধির ন্যায়, এক ছদ্মবেশী আত্মীয়রূপী আমার শত্রু তোমাকে হত্যার দ্বারা তাদের ঋণ শোধ করব।"

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে *অজ্ঞ* শব্দটি বোঝায় যে, তুলনামূলকভাবে কেউই শ্রীকৃষ্ণের থেকে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন নন। অধিকন্তু *বন্ধু-রূপম্* কথাটি বোঝায় যে, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রকৃত বন্ধু এবং *ব্যাধিম্* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

পরমাত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ ধ্যানের বিষয়, যিনি আমাদের মানসিক ক্লেশ অপহরণ করেন। এছাড়াও, আচার্যবর্গ *হন্তা* শব্দটিকে *জ্ঞাতা* রূপে অনুবাদ করেছেন; অথবা বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথরূপে জানার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ বন্ধুদের সকলকে মুক্ত করতে পারে।

শ্লোক ৭

এবং রক্ষৈস্তুদন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তোত্রৈরিব দ্বিপম্ ।
গদয়াতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহবদ্ব্যনদচ্চ সঃ ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **রক্ষৈঃ**—কর্কশ; **তুদন্**—বিরক্ত করে; **বাক্যৈঃ**—বাক্য দ্বারা; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **তোত্রৈঃ**—অঙ্কুশ দ্বারা; **ইব**—মতো; **দ্বিপম্**—হস্তী; **গদয়া**—তার গদা দ্বারা; **অতাড়য়ৎ**—সে তাঁকে আঘাত করল; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে; **সিংহ-বৎ**—এক সিংহের মতো; **ব্যনদৎ**—গর্জন করেছিল; **চ**—এবং; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কর্কশ বাক্যের মাধ্যমে বিরক্ত করার চেষ্টা করে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে বিদ্ধ করার মতো দন্তবক্র শ্রীভগবানের মস্তকে তার গদা দিয়ে আঘাত করেছিল এবং সিংহের মতো গর্জন করেছিল।

শ্লোক ৮

গদয়াভিহতোঽপ্যাজৌ ন চচাল যদূদ্বহঃ ।
কৃষ্ণোঽপি তমহন্ গুর্ব্যা কৌমোদক্যা স্তনান্তরে ॥ ৮ ॥

গদয়া—গদা দ্বারা; **অভিহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত; **অপি**—হয়েও; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **ন চচাল**—বিচলিত হননি; **যদু-উদ্বহঃ**—যদুকুলোদ্ধারী; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **তম্**—তাকে, দন্তবক্রকে; **অহন্**—আঘাত করলেন; **গুর্ব্যা**—গুরুভারযুক্ত; **কৌমোদক্যা**—কৌমোদকি নামক তাঁর গদা দ্বারা; **স্তন-অন্তরে**—তার বক্ষের মধ্যভাগে।

অনুবাদ

দন্তবক্রের গদার আঘাত পেলেও যদুকুলোদ্ধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান থেকে একটুকুও বিচলিত হলেন না। বরং শ্রীভগবান তাঁর গুরুভার কৌমোদকী গদা দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৯

গদানির্ভিন্নহৃদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ ।
প্রসার্য কেশবাহ্বঙ্ঘ্রীন ধরণ্যাং ন্যপতদ্ব্যসুঃ ॥ ৯ ॥

গদা—গদা দিয়ে; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ; **হৃদয়ঃ**—তার হৃদয়; **উদ্বমন্**—বমন করতে করতে; **রুধিরম্**—রক্ত; **মুখাৎ**—তার মুখ হতে; **প্রসার্য**—বিক্ষেপ করে; **কেশ**—তার চুল; **বাহু**—দুই বাহু; **অঙ্ঘ্রীন্**—এবং দুই পা; **ধরণ্যাম্**—ভূমিতে; **ন্যপতৎ**—সে পতিত হল; **ব্যসুঃ**—প্রাণহীন।

অনুবাদ

গদার আঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলে দন্তবক্র রক্ত বমন করল এবং অবিন্যস্ত চুল আর বিক্ষিপ্ত বাহু ও দুই পা নিয়ে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

শ্লোক ১০

ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতম্ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং যথা চৈদ্যবধে নৃপ ॥ ১০ ॥

ততঃ—তখন; **সূক্ষ্ম-তরম্**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; **জ্যোতিঃ**—এক আলো; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **আবিশৎ**—প্রবেশ করল; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **পশ্যতাম্**—তারা যেমন প্রত্যক্ষ করল; **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—জীব; **যথা**—ঠিক যেমন; **চৈদ্য-বধে**—শিশুপাল নিহত হওয়ার সময়; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

এক অতি সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত আলোর ছটা তখন (দানবের দেহ থেকে বেরিয়ে) সর্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল, হে রাজন, ঠিক যেমন শিশুপাল নিহত হওয়ার সময় হয়েছিল।

শ্লোক ১১

বিদূরথস্তু তদ্ভ্রাতা ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ ।
আগচ্ছদসিচর্মাভ্যামুচ্ছ্বসংস্তজ্জিঘাংসয়া ॥ ১১ ॥

বিদূরথঃ—বিদূরথ; **তু**—কিন্তু; **তৎ**—তার, দন্তবক্রের; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা; **ভ্রাতৃ**—তার ভাইয়ের জন্য; **শোক**—শোকে; **পরিপ্লুতঃ**—নিমগ্ন; **আগচ্ছৎ**—উপস্থিত হল; **অসি**—তরবারি সহ; **চর্মাভ্যাম্**—এবং বর্ম; **উচ্ছ্বসন**—জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে; **তৎ**—তাঁকে, শ্রীকৃষ্ণ; **জিঘাংসয়া**—হত্যা করতে চেয়ে।

অনুবাদ

কিন্তু তখন দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ, তার ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকে নিমগ্ন হয়ে, জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অসি ও বর্ম হাতে উপস্থিত হল। সে ভগবানকে বধ করতে চেয়েছিল।

শ্লোক ১২

তস্য চাপততঃ কৃষ্ণশ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ।
শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ॥ ১২ ॥

তস্য—তার; **চ**—এবং; **আপততঃ**—যে আক্রমণ করেছিল; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **চক্রেণ**—তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা; **ক্ষুর**—ক্ষুরের মতো; **নেমিনা**—যার প্রান্তদেশ; **শিরঃ**—মস্তক; **জহার**—ছেদন করলেন; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র; **স**—সহ; **কিরীটম্**—শিরস্ত্রাণ; **স**—সহ; **কুণ্ডলম্**—কুণ্ডল।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র, বিদূরথ তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ক্ষুরধার সুদর্শন চক্র ব্যবহার করে কিরীট ও কুণ্ডল সহ তার মস্তক ছেদন করলেন।

শ্লোক ১৩-১৫

এবং সৌভং চ শাল্বং চ দন্তবক্রং সহানুজম্ ।
হত্বা দুর্বিষহানন্যৈরীড়িতঃ সুরমানবৈঃ ॥ ১৩ ॥
মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ ।
অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ ॥ ১৪ ॥
উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ ।
বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবরৈর্বিবেশালঙ্কৃতাং পুরীম্ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সৌভম্**—সৌভযান; **চ**—এবং; **শাল্বম্**—শাল্ব; **চ**—এবং; **দন্তবক্রম্**—দন্তবক্র; **সহ**—সহ; **অনুজম্**—তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদূরথ; **হত্বা**—নিহত হলে; **দুর্বিষহান্**—দুর্বিষহ; **অন্যৈঃ**—অন্যান্যদের দ্বারা; **ঈড়িতঃ**—প্রশংসিত; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **মানবৈঃ**—এবং মনুষ্যগণ; **মুনিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **সিদ্ধ**—সিদ্ধগণের দ্বারা; **গন্ধর্বৈঃ**—এবং স্বর্গের গায়কদের দ্বারা; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর গ্রহের অধিবাসীদের দ্বারা; **মহা-উরগৈঃ**—এবং মহানাগগণ; **অপ্সরোভিঃ**—স্বর্গের অপ্সরাগণ দ্বারা; **পিতৃ-গণৈঃ**—পূর্বপুরুষগণ দ্বারা; **যক্ষৈঃ**—যক্ষগণ; **কিন্নর-চারণৈঃ**—এবং

কিন্নরগণ ও চারণগণ দ্বারা; **উপগীয়মান**—কীর্তিত হয়ে; **বিজয়ঃ**—যার বিজয়; **কুসুমৈঃ**—পুষ্প দ্বারা; **অভিবর্ষিতঃ**—বর্ষণ করে; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **চ**—এবং; **বৃষ্ণি-প্রবরৈঃ**—বৃষ্ণি বীরগণ দ্বারা; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **অলঙ্কৃতাম্**—সুসজ্জিত হয়ে; **পুরীম্**—তাঁর রাজধানী, দ্বারকা।

অনুবাদ

সকল বিপক্ষগণের কাছে যারা অপরাজেয় ছিল সেই শাল্বও তার সৌভ বিমান সহ দন্তবক্র ও তার কনিষ্ঠভ্রাতা এইভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হলে, দেব, মানব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, অপ্সরা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ সকলেই শ্রীভগবানের স্তুতিগান করলেন। তাঁরা যখন তাঁর মহিমা কীর্তন ও তাঁর উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন, তখন বৃষ্ণীপ্রবরগণের সঙ্গে শ্রীভগবান তাঁর সুসজ্জিত উৎসবময় রাজধানী নগরীতে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ১৬

এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্ জগদীশ্বরঃ ।
ঈয়তে পশুদৃষ্টীনাং নির্জিতো জয়তীতি সঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **যোগ**—যোগের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **জগৎ**—জগতের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **ঈয়তে**—মনে মনে; **পশু**—পশুবৎ; **দৃষ্টীনাম্**—দৃষ্টিতে; **নির্জিতঃ**—পরাজিত; **জয়তি**—বিজয়ী; **ইতি**—যেন; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

এইভাবে যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চির-বিজয়ী। কেবলমাত্র যারা পশুবৎ দৃষ্টিসম্পন্ন, কেবলমাত্র তারাই মনে করে যে, তিনি কখনও কখনও পরাজিত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিভাগটির উপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত বিস্তৃত ভাষ্য প্রদান করেছেন—

দন্তবক্রের হত্যার বিষয়ে *পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের* (২৭৯) এই গদ্যাংশে আরও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে—*অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেন সহ যোদ্ধুং মথুরামাজগাম্। কৃষ্ণস্তু তদ্ শ্রুত্বা রথমারুহ্য মথুরামাযযৌ।* অর্থাৎ "তখন, শিশুপাল হত হয়েছে শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দন্তবক্র মথুরায় গমন করল। যখন শ্রীকৃষ্ণও এই কথা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর রথে আরোহণ করে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।"

তয়োর্দন্তবক্র বাসুদেবয়োরহোরাত্রং মথুরাদ্বারি সংগ্রামঃ সমবর্ত্তত। কৃষ্ণস্তু গদয়া তং জঘান। স তু চূর্ণিতসর্বাঙ্গো বজ্রনির্ভিন্নো মহীধর ইব গতাসুরবনিতলে নিপপাত। সোঽপি হরেঃ সারূপ্যেণ যোগিগম্যং নিত্যানন্দসুখদং শাশ্বতং পরমং পদমবাপ—অর্থাৎ "দন্তবক্র ও ভগবান বাসুদেব—তাদের দুজনের মধ্যে সেখানে তখন মথুরার দ্বারে সারা দিন ও রাত্রিব্যাপী এক যুদ্ধ শুরু হল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গদা দ্বারা দন্তবক্রকে আঘাত করলেন, যার ফলে দন্তবক্র প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল, তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বজ্রপাতে পর্বত চূর্ণ হওয়ার মতোই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। দন্তবক্র সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিল এবং এইভাবে সে সৎ-চিদানন্দ সুখপ্রদায়ী পূর্ণ যোগীদের প্রাপ্য শ্রীভগবানের নিত্য পরম ধামও লাভ করেছিল।"

ইত্থং জয়-বিজয়ৌ সনকাদিশাপব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাবতীর্য জন্মত্রয়েঽপি তেনৈব নিহতৌ জন্মত্রয়াবসানে মুক্তিমবাপ্তৌ—অর্থাৎ "এই ছিল সেই জয় ও বিজয়—দৃশ্যত সনক ও তাঁর ভ্রাতাদের অভিশপ্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা সম্ভার সহজ সাধ্য করার জন্যই এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে তিনটি জন্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। অতঃপর, এই তিন জন্ম শেষ হওয়ার পর, তাঁরা মুক্তি লাভ করেন।"

পদ্মপুরাণের এই রচনাংশের *কৃষ্ণস্তু তদ্ শ্রুত্বা* অর্থাৎ "যখন শ্রীকৃষ্ণ তা শ্রবণ করলেন" কথাটি বোঝায় যে, মনের চেয়ে দ্রুতবেগে ভ্রমণকারী নারদের কাছ থেকে শ্রীভগবান শ্রবণ করেছিলেন যে, দন্তবক্র মথুরায় গমন করেছে। তাই শাল্বকে হত্যার পর তৎক্ষণাৎ, প্রথমে দ্বারকায় প্রবেশ না করে মুহূর্তের মধ্যে মনের চেয়েও গতিশীল তাঁর রথে করে শ্রীভগবান মথুরার সন্নিহিত অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে দন্তবক্রকে দেখতে পেলেন। সেই থেকে আজও মথুরার দ্বারকামুখী দ্বারের পার্শ্ববর্তী গ্রামটি স্থানীয় ভাষায় 'দতিহা' নামে পরিচিত, যে নামটি সংস্কৃতের *দন্তবক্র-হা* অর্থাৎ 'দন্তবক্র সংহারক' থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র এই গ্রামটির পত্তন করেছিলেন।

পদ্মপুরাণের এই একই বিভাগে এই সকল বক্তব্যও রয়েছে—*কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান সন্তর্পয়ামাস।* অর্থাৎ "তাকে (বিদূরথ) হত্যা করার পরে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা অতিক্রম করে নন্দের গোপগ্রামে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতাকে পূজা করলেন ও সান্ত্বনা প্রদান করলেন তাঁরা তাঁকে অশ্রুদ্বারা সিক্ত করে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তারপর শ্রীভগবান জ্যেষ্ঠ গোপগণকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও বস্ত্র, অলঙ্কারাদি প্রচুর উপহার দ্বারা সকল অধিবাসীদের সন্তুষ্ট করেছিলেন।"

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমার্চিতে ।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাসহ ॥

"ভগবান কেশব পুণ্য বৃক্ষসমূহে পূর্ণ মনোহর কালিন্দী তটে গোপীগণের সঙ্গে নিরন্তর ক্রীড়া করলেন। এইভাবে শ্রীভগবান এক গোপ রূপ ধারণ করে পারস্পরিক প্রেমের বিভিন্ন ভাবের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহের আনন্দ উপভোগ করে সেখানে দু'মাস বাস করলেন।

অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতা বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপ ব্রজৌকসাং সর্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং বিবেশ।

"অতঃপর ভগবান বাসুদেবের কৃপায়, নন্দ এবং সেই স্থানের সকল অধিবাসীগণ তাঁদের স্ত্রী পুত্র সহ তাঁদের নিত্য চিন্ময়রূপ ধারণ করলেন এবং এক দিব্য বিমানে প্রবেশ করে পরম বৈকুণ্ঠ গ্রহে (গোলোক বৃন্দাবন) আরোহণ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ গোপ ও ব্রজের অন্যান্য অধিবাসীদের সর্ব ব্যাধিমুক্ত তাঁর আপন চিন্ময় ধাম প্রদান করে আকাশপথে, দেবতাগণ দ্বারা তাঁর স্তুতিরত দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।"

এই অংশটির উপর শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘু ভাগবতামৃত* (১/৪৮৮-৪৮৯) গ্রন্থে মন্তব্য করছেন যে—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরণ্ ।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্ ॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥

"যেহেতু দ্রোণ ও অন্যান্য দেবতাগণ ব্রজরাজ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য ভক্তের অংশপ্রকাশ রূপে মিলিত হবার জন্য এই পৃথিবীতে ইতিপূর্বে অবতরণ করেছিলেন, এইবারে সেই সকল দেবতার অংশপ্রকাশদের শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করলেন। ভগবান শ্রীহরি নিত্যতঃ গোকুলের অধিবাসী তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে লীলা উপভোগ করেন যারা তাঁর অন্যান্য অত্যন্ত প্রিয় ভক্তগণের থেকেও প্রিয়।"

পদ্মপুরাণের রচনাংশে *নন্দগোপাদর সর্বে জনাঃ পুত্রদারাদি সহিতাঃ* (নন্দ গোপ এবং তাদের স্ত্রী পুত্র সহ অন্যান্যরা) বাক্যে *পুত্র* শব্দটি কৃষ্ণ শ্রীদামা ও সুবলের

মতো পুত্রদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং শ্রীযশোদা ও শ্রীমতী রাধারাণীর মা কীর্তিদার মতো স্ত্রীগণের জন্য *দারা* শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। *সর্বেজনাঃ* (সকল জন) কথাটির মাধ্যমে ব্রজে বাসকারী সকলকে বোঝানো হয়েছে। এইভাবে তাঁরা সকলে বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ গ্রহ গোলোকে গমন করলেন। *দিব্যরূপধরাঃ* শব্দগুচ্ছটি নির্দেশ করছে যে, গোলোকে তাঁরা দেবতাদের যোগ্য লীলায় নিযুক্ত হন, গোকুলের মতো মনুষ্যোপযুক্ত লীলায় নয়। ঠিক যেমন ভগবান রামচন্দ্রের অবতরণের সময় অযোধ্যাবাসীগণ সশরীরে বৈকুণ্ঠে প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের এই অবতরণে ব্রজবাসীগণও সশরীরে গোলোক প্রাপ্ত হলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা থেকে ব্রজে যাত্রা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই রচনাংশ (১/১১/৯) দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্ ।

"হে কমলনয়ন ভগবান, যখনই আপনি মথুরা, বৃন্দাবন বা হস্তিনাপুরে আপনার আত্মীয় বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হতে গমন করেন, তখন আপনার অনুপস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তকে কোটি বৎসর রূপে মনে হয়।" যেহেতু সর্বদা শ্রীবলদেব ব্রজে যেতেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে তাঁর আত্মীয় বন্ধুগণকে দেখতে যাওয়ার বাসনা পোষণ করতেন, কিন্তু তাঁর মাতা পিতা এবং দ্বারকার অন্যান্য জ্যেষ্ঠগণ তাঁকে অনুমতি দিতে অসম্মত হতেন। এখন, যে ভাবেই হোক, শাল্বকে হত্যার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন নারদের কাছ থেকে শুনলেন যে, দন্তবক্র মথুরায় গিয়েছে, প্রথমে দ্বারকায় প্রবেশ না করে শ্রীভগবানের তৎক্ষণাৎ মথুরায় যাওয়া কেউ বাধা দিতে পারেনি, এবং দন্তবক্রকে হত্যার পর তিনি তাঁর ব্রজবাসী আত্মীয় বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

এইভাবে চিন্তা করে এবং *গায়ন্তিতে বিশদ-কর্ম* কথায় গোপীদের প্রতি উদ্ধবের পরোক্ষ উল্লেখ (*ভাগবত* ১০/৭১/৯) স্মরণ করে, অধিবাসীগণের বিরহানুভূতি দূর করার জন্য তিনি ব্রজে গমন করলেন। মথুরায় কংসকে হত্যা করার জন্য যাত্রা করার পূর্বে তিনি যেমন বৃন্দাবনে আনন্দ উপভোগ করতেন, ঠিক সেভাবে শ্রীকৃষ্ণ দু'মাস সেখানে আনন্দ উপভোগ করলেন। অতঃপর দু'মাস পরে তিনি তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয় বন্ধুগণের দেবতা অংশকে বৈকুণ্ঠে গ্রহণের দ্বারা জড় চক্ষু হতে তাঁর ব্রজলীলাকে তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন। এইভাবে পূর্ণ প্রকাশের

একটি অংশে তিনি চিন্ময় জগৎ গোলোকে গমন করেন, অন্য অংশে তিনি নিত্যত জড় চক্ষুতে অদৃশ্য ব্রজে আনন্দ উপভোগে অবস্থান করেন এবং তবুও আরেকজন তিনি তাঁর রথে আরোহণ করে একা দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সুরসেনের রাজ্যের জনগণ ভেবেছিল যে, দন্তবক্রকে হত্যার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতা ও অন্যান্য প্রিয়জনদের দর্শন করে এখন দ্বারকায় ফিরে এলেন। অন্যদিকে, ব্রজের জনগণ বুঝতে পারল না তিনি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর তাই তারা সম্পূর্ণ বিস্মিত হল।

অধিকন্তু, শুকদেব গোস্বামী বিবেচনা করছেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজ হয়ত মনে করতে পারেন যে, "কিভাবে একই কৃষ্ণ যিনি গোপগণের সশরীরে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কারণ একই সঙ্গে সেই তিনিই তাঁর মৌষল-লীলার সময়ে দ্বারকাবাসীদের এরূপ এক অপবিত্র অবস্থা প্রাপ্তির কারণ হতে পারেন?" যদুগণের সঙ্গে তার নিজের সম্বন্ধ থাকার জন্য রাজা হয়ত ব্যবস্থাপনাটি অন্যায্য মনে করতে পারেন। তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁকে উপরে উল্লিখিত *পদ্ম পুরাণের* উত্তর খণ্ডে বর্ণিত এই লীলা শ্রবণের জন্য অনুমোদন করেননি।

শ্রীবৈষ্ণব তোষণীতে দশম স্কন্ধের উপর শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাষ্যে আমরা লীলাসমূহের এই অনুক্রমিক তালিকা পাই—প্রথমে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে যাত্রা, অতঃপর রাজসূয় সভা, তারপর দ্যুতক্রীড়া এবং দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, তারপর পাণ্ডবদের বনে নির্বাসন, তারপর শাল্ব ও দন্তবক্র বধ, তারপর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন দর্শন এবং অবশেষে বৃন্দাবন লীলার উপসংহার।

শ্লোক ১৭

শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **যুদ্ধ**—যুদ্ধের জন্য; **উদ্যমম্**—প্রস্তুতি; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **কুরূণাম্**—কুরুগণের; **সহ**—সঙ্গে; **পাণ্ডবৈঃ**—পাণ্ডবগণ; **তীর্থ**—তীর্থে; **অভিষেক**—স্নানের; **ব্যাজেন**—ছলে; **মধ্যস্থঃ**—নিরপেক্ষ; **প্রযযৌ**—তিনি প্রস্থান করলেন; **কিল**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম তখন শ্রবণ করলেন যে, কুরুগণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিরপেক্ষ হয়ে, তিনি তীর্থস্থানসমূহে স্নান করতে যাওয়ার ছলে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য

দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির উভয়েই শ্রীবলরামের কাছে প্রিয় ছিলেন আর তাই অস্বস্তিকর অবস্থা পরিহারের জন্য তিনি প্রস্থান করলেন। অধিকন্তু, দানব বিদূরথকে বধের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অস্ত্র সরিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু শ্রীবলরামের তখনও পৃথিবীকে দানবের ভার থেকে মুক্ত করা শেষ করার জন্য রোমহর্ষণ ও বল্বলকে বধ করা বাকী ছিল।

শ্লোক ১৮

স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্ ।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ॥ ১৮ ॥

স্নাত্বা—স্নান করে; **প্রভাসে**—প্রভাসে; **সন্তর্প্য**—তর্পণ করে; **দেব**—দেবতা; **ঋষি**—ঋষি; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষদের; **মানবান্**—এবং মানুষদের; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদীতে; **প্রতিস্রোতম্**—সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত; **যযৌ**—তিনি গেলেন; **ব্রাহ্মণ-সংবৃতঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে।

অনুবাদ

প্রভাসে স্নান, দেব, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও বিশিষ্ট মানবদের তর্পণ করার পর তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পশ্চিমদিকের সমুদ্রে প্রবাহিত সরস্বতীর অংশে গমন করলেন।

শ্লোক ১৯-২০

পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকূপং সুদর্শনম্ ।
বিশালং ব্রহ্মতীর্থং চ চক্রং প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥ ১৯ ॥
যমুনামনু যান্যেব গঙ্গামনু চ ভারত ।
জগাম নৈমিষং যত্র ঋষয়ঃ সত্রমাসতে ॥ ২০ ॥

পৃথু—বিশাল; **উদকম্**—যার জলরাশি; **বিন্দু-সরঃ**—বিন্দু সরোবর; **ত্রিত-কূপম্ সুদর্শনম্**—ত্রিতকূপ ও সুদর্শন নামক তীর্থস্থান; **বিশালম্ ব্রহ্ম-তীর্থম্ চ**—বিশাল ও ব্রহ্মতীর্থ; **চক্রম্**—চক্রতীর্থ; **প্রাচীম্**—পূর্বমুখে প্রবাহিত; **সরস্বতীম্**—সরস্বতী নদী; **যমুনাম্**—যমুনা নদী; **অনু**—বরাবর; **যানি**—যে সকল; **এব**—সকল; **গঙ্গাম্**—গঙ্গা; **অনু**—বরাবর; **চ**—ও; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **জগাম**—তিনি গমন করলেন; **নৈমিষম্**—নৈমিষারণ্যে; **যত্র**—যেখানে; **ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **সত্রম্**—এক মহাযজ্ঞ; **আসতে**—সম্পাদন করছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম বৃহৎ বিন্দু সরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশাল, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্বদিকে প্রবাহিতা সরস্বতীতে গমন করলেন। হে ভারত, তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীর বরাবর সকল পবিত্র স্থানগুলিতেও গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে এলেন যেখানে মহান ঋষিগণ এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন।

শ্লোক ২১

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চয়ন্ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে; **আগতম্**—সমাগত; **অভিপ্রেত্য**—চিনতে পেরে; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **দীর্ঘ**—দীর্ঘ কালের জন্য; **সত্রিণঃ**—যজ্ঞ সম্পাদনে যারা যুক্ত; **অভিনন্দ্য**—অভিনন্দন করে; **যথা**—যথা; **ন্যায়ম্**—বিধি; **প্রণম্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **চ**—এবং; **অর্চয়ন্**—তাঁরা পূজা করলেন।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের আগমনে তাঁকে চিনতে পেরে, দীর্ঘ দিনের জন্য তাঁদের যজ্ঞপালনে নিয়োজিত মুনিগণ উঠে এসে প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে যথাযথভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন ও তাঁর পূজা করলেন।

শ্লোক ২২

সোঽর্চিতঃ সপরীবারঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **অর্চিতঃ**—পূজিত হলেন; **স**—সহ; **পরীবারঃ**—তাঁর অনুগামীগণ; **কৃত**—করে; **আসন**—আসন; **পরিগ্রহঃ**—গ্রহণ; **রোমহর্ষণম্**—রোমহর্ষণ সূত; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **মহা-ঋষেঃ**—মহাঋষি, ব্যাসদেবের; **শিষ্যম্**—শিষ্য; **ঐক্ষত**—দেখলেন।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর অনুগামীদের পূজা পাওয়ার পরে, শ্রীভগবান সম্মানিত আসন গ্রহণ করলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ আসনে বসে আছে।

শ্লোক ২৩

অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্ ।
অধ্যাসীনং চ তান্ বিপ্রাংশ্চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

অপ্রত্যুত্থায়িনম্—উঠতে না পেরে; **সূতম্**—ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার মধ্যে মিশ্র বিবাহের সন্তান; **অকৃত**—যে করেনি; **প্রহ্বণ**—প্রণাম; **অঞ্জলিম্**—এবং যুক্ত কর; **অধ্যাসীনম্**—উচ্চে উপবিষ্ট; **চ**—এবং; **তান্**—সেই সকলের চেয়ে; **বিপ্রান্**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ; **চুকোপ**—ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন; **উদ্বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মাধবঃ**—ভগবান বলরাম।

অনুবাদ

যেভাবে এই সূত জাতির সদস্য উত্থিত হতে এবং প্রণাম নিবেদন করতে কিম্বা যুক্ত কর হতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং যেভাবে সে সকল বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উচ্চে উপবিষ্ট ছিল তা দর্শন করে ভগবান বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একজন গুরুজন ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্য যে কোন সাধারণ পদ্ধতিতে ভগবানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে রোমহর্ষণ ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া এক নিম্ন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সভায় উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

যস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যাস্তে প্রতিলোমজঃ ।
ধর্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্মতি ॥ ২৪ ॥

যস্মাৎ—যেহেতু; **অসৌ**—সে; **ইমান্**—এই সকলের চেয়ে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণগণ; **অধ্যাস্তে**—উচ্চে উপবেশনরত; **প্রতিলোমজঃ**—অযথাযথ মিশ্র বিবাহে জাত; **ধর্ম**—ধর্মের; **পালান্**—পালক; **তথা এব**—ও; **অস্মান্**—আমাকে; **বধম্**—বধ; **অর্হতি**—সে যোগ্য; **দুর্মতিঃ**—দুর্মতি।

অনুবাদ

(ভগবান বলরাম বললেন—) যেহেতু প্রতিলোমজাত এই দুর্মতি এই সকল ব্রাহ্মণগণের এবং ধর্মপালক আমারও উচ্চে উপবেশন করেছে, তাই সে বধযোগ্য।

শ্লোক ২৫-২৬

ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ ।
সেতিহাসপুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥ ২৫ ॥
অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথা পণ্ডিতমানিনঃ ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

ঋষেঃ—ঋষির (ব্যাসদেব); **ভগবতঃ**—ভগবানের অবতার; **ভূত্বা**—হয়ে; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **অধীত্য**—পাঠ করে; **বহূনি**—বহু; **চ**—এবং; **স**—একত্রে; **ইতিহাস**—পৌরাণিক ইতিহাস; **পুরাণানি**—এবং পুরাণসমূহ; **ধর্ম-শাস্ত্রাণি**—ধর্ম-শাস্ত্রসমূহ; **সর্বশঃ**—সম্পূর্ণত; **অদান্তস্য**—অজিতেন্দ্রিয়; **অবিনীতস্য**—অবিনীত; **বৃথা**—বৃথা; **পণ্ডিত**—পণ্ডিত; **মানিনঃ**—নিজেকে মনে করছে; **ন গুণায়**—গুণের জন্য নয়; **ভবন্তি স্ম**—তারা হয়েছে; **নটস্য**—মঞ্চে অভিনয়কারীর; **ইব**—মতো; **অজিত**—অপরাজেয়; **আত্মনঃ**—যার মন।

অনুবাদ

যদিও সে ব্যাসদেবের একজন শিষ্য এবং তাঁর কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মনীতি, পৌরাণিক ইতিহাস ও পুরাণ সহ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু এই সকল অধ্যয়ন তার মধ্যে সদ্ গুণাবলী উৎপন্ন করেনি। বরং তার শাস্ত্র অধ্যয়ন একজন অভিনেতার পাঠ অধ্যয়নের মতো, কারণ সে জিতেন্দ্রিয় বা বিনীত নয়। সে তার নিজের মনকে জয় করতে ব্যর্থ হয়েও বৃথাই নিজেকে পণ্ডিত মনে করছে।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে যে, ভগবান বলরামকে চিনতে না পেরে রোমহর্ষণ একটি অজানিত অপরাধ করেছে, কিন্তু এই ধরনের যুক্তি ভগবান বলরামের দৃঢ় সমালোচনা দ্বারা এখানে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ ।
বধ্যা মে ধর্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ ॥ ২৭ ॥

এতৎ—এই; **অর্থঃ**—উদ্দেশে; **হি**—বস্তুত; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **অবতারঃ**—অবতরণ; **ময়া**—আমার; **কৃতঃ**—করেছি; **বধ্যা**—বধ হতে; **মে**—আমার দ্বারা; **ধর্ম-ধ্বজিনঃ**—যারা ধার্মিকতার ভান করে; **তে**—তারা; **হি**—বস্তুত; **পাতকিনঃ**—পাপী; **অধিকাঃ**—অত্যন্ত।

অনুবাদ

এই জগতে আমার অবতরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ধরনের ধার্মিকতার ভানকারী ভণ্ডদের বধ করা। প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত পাতকী।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম রোমহর্ষণের অপরাধ উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যারা নিজেকে মহৎ ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা বলে দাবী করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করে না বিশেষত তাদের বিনাশ করার জন্য ভগবান অবতরণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

এতাবদুক্ত্বা ভগবান্নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি ।
ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; **উক্ত্বা**—বলে; **ভগবান্**—ভগবান; **নিবৃত্তঃ**—নিবৃত্ত; **অসৎ**—অসৎ; **বধাৎ**—বধ হতে; **অপি**—হয়েও; **ভাবিত্বাৎ**—ভবিতব্যহেতু; **তম্**—তাকে, রোমহর্ষণকে; **কুশ**—কুশের; **অগ্রেণ**—অগ্রভাগ দিয়ে; **কর**—তাঁর হাতে; **স্থেন**—স্থিত; **অহনৎ**—হত্যা করলেন; **প্রভুঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

(শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—) যদিও ভগবান বলরাম পাপীদের হত্যায় নিবৃত্ত ছিলেন কিন্তু রোমহর্ষণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই, এইভাবে বলে, শ্রীভগবান একটি কুশ তুলে নিয়ে তার অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে তাকে বধ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু ধর্মনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মুখ্য কর্তব্য। এই সব কথা চিন্তা করে শ্রীবলরাম শুধু একটি কুশাগ্রের আঘাতে রোমহর্ষণ সূতকে বধ করলেন। কেউ যদি এই প্রশ্ন করে, শুধু একটি কুশাগ্রের আঘাতে শ্রীবলরাম কিভাবে রোমহর্ষণ সূতকে বধ করলেন, এর উত্তরটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* 'প্রভু' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। শ্রীভগবানের অবস্থান সর্বদাই জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে—তিনি জড়াতীত। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি স্বেচ্ছায় জড়া প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে যে কোন কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। তাই, এইভাবে শুধুমাত্র একটি কুশাগ্রের আঘাতে রোমহর্ষণ সূতকে নিধন করা শ্রীবলরামের দ্বারা সম্ভব ছিল।''

শ্লোক ২৯

হাহেতিবাদিনঃ সর্বে মুনয়ঃ খিন্নমানসাঃ ।
ঊচুঃ সঙ্কর্ষণং দেবমধর্মস্তে কৃতঃ প্রভো ॥ ২৯ ॥

হা হা—"হায়, হায়"; ইতি—এইভাবে; বাদিনঃ—বলে; সর্বে—সকলে; মুনয়ঃ—মুনিগণ; খিন্ন—ক্ষুণ্ণ; মানসাঃ—মনে; ঊচুঃ—তাঁরা বললেন; সঙ্কর্ষণম্—বলরাম; দেবম্—ভগবান; অধর্মঃ—অধার্মিক আচরণ; তে—আপনার দ্বারা; কৃতঃ—হয়েছে; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

সকল মুনিগণ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে "হায়, হায়" করে উঠলেন। তাঁরা ভগবান সঙ্কর্ষণকে বললেন, "হে প্রভু, আপনি একটি অধর্মোচিত আচরণ করলেন!"

শ্লোক ৩০

অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন ।
আয়ুশ্চাত্মাক্লমং তাবদ্‌যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥ ৩০ ॥

অস্য—তাকে; ব্রহ্ম-আসনম্—গুরুদেবের আসন; দত্তম্—প্রদত্ত হয়েছে; অস্মাভিঃ—আমাদের দ্বারা; যদু-নন্দন—হে যদুনন্দন; আয়ুঃ—দীর্ঘ জীবন; চ—এবং; আত্মা—দেহগত; অক্লমম্—বিড়ম্বনা হতে মুক্তি; তাবৎ—সেই পর্যন্ত; যাবৎ—যতদিন না; সত্রম্—যজ্ঞ; সমাপ্যতে—সম্পূর্ণ হয়।

অনুবাদ

"হে যদুনন্দন, আমরা তাকে গুরুদেবের আসন প্রদান করেছিলাম এবং যতদিন এই যজ্ঞ চলবে ততদিন পর্যন্ত তাকে দীর্ঘ জীবন ও দৈহিক পীড়া হতে মুক্তি প্রদান করেছিলাম।"

তাৎপর্য

যদিও রোমহর্ষণ প্রতিলোম জাত হওয়ায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সমবেত ঋষিরা তাকে সেই মর্যাদা দিয়েছিলেন আর তাই প্রধান পরিচালনকারী পুরোহিতের আসন, ব্রহ্মাসন প্রদান করা হয়েছিল।

শ্লোক ৩১-৩২

অজানতৈবাচরিতস্ত্বয়া ব্রহ্মবধো যথা ।
যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ ॥ ৩১ ॥
যদ্যেতদ্‌ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন ।
চরিষ্যতি ভবাল্লোঁকসংগ্রহোঽনন্যচোদিতঃ ॥ ৩২ ॥

অজানতা—না জেনে; এব—মাত্র; আচরিতঃ—করেছ; ত্বয়া—আপনি; ব্রহ্ম—এক ব্রাহ্মণের; বধঃ—বধ; যথা—প্রকৃতপক্ষে; যোগ—যোগ শক্তির; ঈশ্বরস্য—ঈশ্বরের জন্য; ভবতঃ—আপনি; ন—না; আম্নায়ঃ—শাস্ত্রীয় বিধি; অপি—ও; নিয়ামকঃ—নিয়ামক; যদি—যদি; এতৎ—এই জন্য; ব্রহ্ম—এক ব্রাহ্মণের; হত্যায়া—হত্যা; পাবনম্—প্রায়শ্চিত্ত; লোক—জগতের; পাবন—হে পবিত্রকারী; চরিষ্যতি—সম্পাদন করুন; ভবান্—আপনি; লোক-সংগ্রহঃ—সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য; অনন্য—অন্য কর্তৃক; চোদিতঃ—চালিত।

অনুবাদ

"আপনি না জেনে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন। অবশ্যই, শাস্ত্রের বিধিসমূহও যোগেশ্বর আপনার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। তা সত্ত্বেও যদি স্বেচ্ছায় এই এক ব্রাহ্মণ বধের জন্য নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পালন করেন, হে জগৎপাবন, আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণ মানুষ পরম কল্যাণ লাভ করবে।"

শ্লোক ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ

চরিষ্যে বধনির্বেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া ।
নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; চরিষ্যে—আমি সম্পাদন করব; বধ—বধের জন্য; নির্বেশম্—প্রায়শ্চিত্ত; লোক—সাধারণ মানুষের জন্য; অনুগ্রহ—অনুগ্রহ; কাম্যয়া—প্রদর্শনের কামনায়; নিয়মঃ—নিয়ম; প্রথমে—প্রাথমিক; কল্পে—আচারে; যাবান্—যতখানি; সঃ—তা; তু—বস্তুত; বিধীয়তাম্—বিধান করুন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যেহেতু আমি সাধারণ মানুষকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার বাসনা করি, তাই আমি অবশ্যই এই হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করব। অতএব, প্রথমে যা যা আচার পালন করতে হবে আমাকে তা বিধান করুন।

শ্লোক ৩৪

দীর্ঘমায়ুর্বতৈতস্য সত্ত্বমিন্দ্রিয়মেব চ ।
আশাসিতং যৎ তদ্‌ব্রূতে সাধয়ে যোগমায়য়া ॥ ৩৪ ॥

দীর্ঘম্—দীর্ঘ; আয়ুঃ—আয়ু; বত—হে মুনিগণ; এতস্য—তার জন্য; সত্ত্বম্—বল; ইন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়পটুতা; এব চ—ও; আশাসিতম্—সঙ্কল্প করেছিলেন; যৎ—যা;

তৎ—তা; **ব্রূতে**—দয়া করে বলুন; **সাধয়ে**—আমি সম্পাদন করব; **যোগ-মায়য়া**—আমার যোগ বল দ্বারা।

অনুবাদ

হে মুনিগণ, আপনারা তার কাছে যা সংকল্প করেছিলেন—দীর্ঘ আয়ু, বল ও ইন্দ্রিয় পটুতা—আমাকে কেবল তা বলুন, আমার যোগ শক্তি দ্বারা সমস্ত কিছুই আমি পুনরুদ্ধার করব।

শ্লোক ৩৫

ঋষয় ঊচুঃ

অস্ত্রস্য তব বীর্যস্য মৃত্যোরস্মাকমেব চ ।
যথা ভবেদ্বচঃ সত্যং তথা রাম বিধীয়তাম্ ॥ ৩৫ ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ—ঋষিগণ বললেন; **অস্ত্রস্য**—অস্ত্রের (কুশ); **তব**—আপনার; **বীর্যস্য**—শক্তি; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **অস্মাকম্**—আমাদের; **এব চ**—ও; **যথা**—যাতে; **ভবেৎ**—রক্ষিত হয়; **বচঃ**—বাক্য; **সত্যম্**—সত্য; **তথা**—এইভাবে; **রাম**—হে রাম; **বিধীয়তাম্**—বিধান করুন।

অনুবাদ

ঋষিগণ বললেন—হে রাম, দয়া করে দেখুন যাতে আপনার শক্তি ও আপনার কুশ অস্ত্র এবং সেই সঙ্গে আমাদের সংকল্প ও রোমহর্ষণের মৃত্যু, সকলই অক্ষত থাকে।

শ্লোক ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্ ।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **আত্মা**—আত্মা; **বৈ**—বস্তুত; **পুত্রঃ**—পুত্র; **উৎপন্নঃ**—জন্মে; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ-অনুশাসনম্**—বেদের নির্দেশ; **তস্মাৎ**—অতএব; **অস্য**—তার (পুত্র); **ভবেৎ**—হবেন; **বক্তা**—বক্তা; **আয়ুঃ**—দীর্ঘ জীবন; **ইন্দ্রিয়**—দৃঢ় ইন্দ্রিয়; **সত্ত্ব**—এবং দৈহিক বল; **বান্**—অধিকারী।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—বেদ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কারও আত্মা পুনরায় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাই রোমহর্ষণের পুত্র পুরাণ বক্তা হবেন এবং তিনি দীর্ঘ জীবন, দৃঢ় ইন্দ্রিয়সমূহ ও শক্তি প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান বলরাম দ্বারা বিবৃত সূত্রটিকে আরও বিশদ করার জন্য শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বৈদিক শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে ।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্ ॥

"তুমি আমার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে জন্মগ্রহণ করেছ এবং আমার একান্ত হৃদয় থেকে উত্থিত হয়েছ। তুমি আমার পুত্র রূপে আমার আপন আত্মা। শত শরৎ ব্যাপী তুমি জীবিত থাক।" এই শ্লোকটি *শতপথ ব্রাহ্মণ* (১৪/৯/৮/৪) এবং *বৃহৎআরণ্যক উপনিষদ* (৬/৪/৮)-এ রয়েছে।

শ্লোক ৩৭

কিং বঃ কামো মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রূতাহং করবাণ্যথ ।
অজানতস্ত্বপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ ॥ ৩৭ ॥

কিম্—কি; **বঃ**—আপনাদের; **কামঃ**—আকাঙ্ক্ষা; **মুনি**—মুনিগণের; **শ্রেষ্ঠাঃ**—হে শ্রেষ্ঠগণ; **ব্রূত**—দয়া করে বলুন; **অহম্**—আমি; **করবাণি**—তা করব; **অথ**—এবং তারপর; **অজানতঃ**—যে জানে না; **তু**—বস্তুত; **অপচিতিম্**—প্রায়শ্চিত্ত; **যথা**—যথাযথভাবে; **মে**—আমার জন্য; **চিন্ত্যতাম্**—দয়া করে চিন্তা করুন; **বুধাঃ**—হে বুদ্ধিমানেরা।

অনুবাদ

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের অভিলাষ আমাকে বলুন, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব। হে জ্ঞানী আত্মাগণ, যেহেতু আমি সঠিক জানি না তাই যত্নসহকারে আমার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন।

তাৎপর্য

এখানে যোগ্য ব্রাহ্মণগণের সামনে নিজেকে বিনয়ের সঙ্গে নিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীবলরাম এক যথোচিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

শ্লোক ৩৮

ঋষয় উচুঃ

ইল্বলস্য সুতো ঘোরো বল্বলো নাম দানবঃ ।
স দূষয়তি নঃ সত্রমেত্য পর্বণি পর্বণি ॥ ৩৮ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ—ঋষিগণ বললেন; **ইল্বলস্য**—ইল্বলের; **সুতঃ**—পুত্র; **ঘোরঃ**—ভয়ঙ্কর; **বল্বলঃ নাম**—বল্বল নামক; **দানবঃ**—দানব; **সঃ**—সে; **দূষয়তি**—দূষিত করছে; **নঃ**—আমাদের; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **এত্য**—আগমন করে; **পর্বণি পর্বণি**—প্রতি পর্ব দিনে।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—ইল্বলের পুত্র বল্বল নামক এক ভয়ঙ্কর দানব এখানে প্রতি পর্বদিনে আগমন করে এবং আমাদের যজ্ঞ দূষিত করে।

তাৎপর্য

যে অনুগ্রহ তারা তাঁর কাছ থেকে লাভ করতে চান, ঋষিরা প্রথমে শ্রীবলরামকে তা বললেন।

শ্লোক ৩৯

তং পাপং জহি দাশার্হ তন্নঃ শুশ্রূষণং পরম্ ।
পূয়শোণিতবিন্মূত্রসুরামাংসাভিবর্ষিণম্ ॥ ৩৯ ॥

তম্—সেই; **পাপম্**—পাপিষ্ঠ; **জহি**—দয়া করে হত্যা করুন; **দাশার্হ**—হে দশার্হ বংশজ; **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **পূয়**—পূজ; **শোণিত**—রক্ত; **বিৎ**—মল; **মূত্র**—মূত্র; **সুরা**—মদ; **মাংস**—এবং মাংস; **অভিবর্ষিণম্**—যে বর্ষণ করে।

অনুবাদ

হে দশার্হ বংশজ, দয়া করে আমাদের উপর পূজ, রক্ত, মল, মূত্র, মদ ও মাংস বর্ষণকারী সেই পাপিষ্ঠ দানবকে বধ করুন। এটি শ্রেষ্ঠ সেবা যা আপনি আমাদের জন্য করতে পারেন।

শ্লোক ৪০

ততশ্চ ভারতং বর্ষং পরীত্য সুসমাহিতঃ ।
চরিত্বা দ্বাদশমাসাংস্তীর্থস্নায়ী বিশুধ্যসি ॥ ৪০ ॥

ততঃ—অতঃপর; **চ**—এবং; **ভারতম্ বর্ষম্**—ভারত ভূমি; **পরীত্য**—পরিক্রমা করে; **সু-সমাহিতঃ**—সমাহিত চিত্তে; **চরিত্বা**—কৃচ্ছ্রসাধন করে; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **মাসান্**—মাস; **তীর্থ**—তীর্থে; **স্নায়ী**—স্নান করে; **বিশুধ্যসি**—আপনি বিশুদ্ধ হবেন।

অনুবাদ

অতঃপর, দ্বাদশ মাসের জন্য আপনি সমাহিত চিত্তে ভারত ভূমি পরিক্রমা করে কৃচ্ছ্রসাধন করবেন ও বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানে স্নান করবেন। এইভাবে, আপনি বিশুদ্ধ হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, *বিশুধ্যসি* শব্দটির অর্থ জনসাধারণের জন্য এরূপ যথার্থ উদাহরণ স্থাপনের মাধ্যমে ভগবান বলরাম এক নির্মল যশ অর্জন করবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন "ব্রাহ্মণেরা ভগবানের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন আর তাই তারা প্রস্তাব করলেন যে তাদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক সেই পন্থায় তিনি প্রায়শ্চিত্ত করুন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ' নামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।